- *ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:*

  সরকার বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি ও নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। সকল প্রতিষ্ঠান যেন ভাল করে সে জন্য সমতা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহন করা। বৈশ্বিক মহামারি করোণা ভাইরাস (কোবিড-১৯) চলাকালীন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাথীদের বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশন (আমার ঘরে আমার স্কুল) কাযক্রম বাস্তবায়ন, অন-লাইন স্কুল এবং স্থানীয় ডিসের মাধ্যমে ভিডিও ক্লাস এর ব্যবস্থা করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। রুটিনমাফিক ক্লাস্টার ভিত্তিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নেয়া হবে। সকল প্রতিষ্ঠানের ডায়নামিক ওয়েব সাইট খোলা, বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা এবং সকল যোগাযোগ অনলাইন ভিত্তিক নিশ্চিত করা হবে। সকল প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিজস্ব অর্থায়নে আইসিটি সামগ্রী ক্রয়/সংগ্রহে প্রতিষ্ঠান গুলোকে উৎসাহিত করা। সকল প্রতিষ্ঠান যেন ভাল করে সেজন্য পরিদর্শন বৃদ্ধি, দূর্বলতা গুলোকে চিন্হিত করে নিরসনের উপায় নির্ধারন ও বাস্তবায়ন। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রসার এবং সৃজনশীল প্রতিযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ। উপজেলা ভিত্তিক মাসিক মত বিনিময় সভা করা, যেখানে জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ উপস্থিত থাকবেন। সাম্প্রতিক গৃহীত ব্যবস্থাসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে সেখানে সার্বিক আলোচনা, ব্যবস্থা গ্রহন ও মূল্যায়নের বিষয় থাকবে। নিয়মিত ইনহাউজ প্রশিক্ষণ, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ, নোটবই ও গাইডবইসহ অননুমোদিত পাঠ্যপুস্তক সিলেবাস ভূক্ত না করা, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ, সজ্জা,সুস্থ সুন্দর, নান্দনিক; করা মোট কথা শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করা। দাপ্তরিক সকল কাজ অনলাইন ভিত্তিক ও ওয়েব সাইট ভিত্তিক করা। সেবা গ্রহীতার অফিস মূখিতা কমবে, দ্রুততম সময়ে সেবা পৌছে যাবে জনগনের হাতে তার প্রত্যাশার অনেক পূর্বেই। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া হ্রাস, সেবা প্রদানে অনলাইনের ব্যবহার, ইনোভেশন, সেবা প্রত্যাশিদের সমস্যা ও সমাধানে সাপ্তাহিক গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল সেবা পৌঁছে দেয়া হবে দ্রুততম সময়ে জনগনের দোর গোড়ায়।